JAN. 1 3 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৭

প্রথম আলো শনিবার ১৩ জানুয়ারি ২০০১

কেন্দ্র প্রায়শ বন্ধ থাকে : উপস্থিতির হার কম

ফুলপুরে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম

নিয়ামুল কবীর সজল, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এনজিও পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম চলছে। অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র প্রায়শই বন্ধ থাকে। যেসব কেন্দ্র চালু, সেগুলিতেও উপস্থিতির হার খুবই কম। শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে নিম্নমানের উপকরণ। শিক্ষার্থী উপস্থিত কম থাকলেও খাতায় প্রায় সকলকেই হাজিরা দেখানো হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের দিনেই হাজিরা খাতায় পরের দিনের উপস্থিতি লিখে রাখা হয়েছে। গত ৬ এবং ৯ জানুয়ারি ফুলপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি গণশিক্ষা কেন্দ্র সরেজমিনে ঘুরে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ফুলপুরে গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রায় ৪০টি এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। তারা প্রায় ৭০ হাজার পুরুষ এবং মহিলাকে শিক্ষা দিচ্ছে। এ কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষিকা যুক্ত রয়েছেন প্রায় আড়াই হাজার। সুপারভাইজার রয়েছেন প্রায় দেড়শর মতো; শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় সোয়া দুই হাজারে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে পড়ানোর কথা। পুরুষ এবং মহিলাদের ক্লাসের সময় শীতকালে যথাক্রমে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা এবং বিকাল ৩টা থেকে ৫টা।

গত ৬ জানুয়ারি শনিবার ফুলপুরের কাশীগঞ্জ বাজারের নিকটবর্তী শিক্ষা কেন্দ্র আমছর উদ্দীনের বাড়িতে (কেন্দ্রের নাম) বিকাল সোয়া ৩টায় উপস্থিত হয়ে দেখা যায় মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মাত্র সাতজন উপস্থিত। এ কেন্দ্রটি এনজিও সিআইএসডি কর্তৃক পরিচালিত। বিকাল পৌনে ৪টার দিকে একই এলাকায় মল্লিক ব্যাপারীর বাড়ি নামে আরেকটি শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় ৩০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মাত্র চারজন উপস্থিত। কেন্দ্র শিক্ষিকা লিপি ও ওই চারজন ঘোরাঘুরি করছেন। লিপি জানান, অন্য শিক্ষার্থীরা আজ আসেনি এবং অন্যদিন প্রায় সবাই আসে। বিকেল ৪টায় কাশিমপুর গ্রামে আঃ রহমানের বাড়ি নামক শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় কেন্দ্রে শিক্ষিকাও নেই, কোনো শিক্ষার্থীও নেই।

গত ৯ জানুয়ারি এনজিও স্যাডো পরিচালিত তারাকান্দা এলাকায় চেয়ারম্যানবাড়ি নামক শিক্ষা কেন্দ্রে বিকাল সোয়া ৩টায় গিয়ে দেখা যায় কোনো শিক্ষার্থী নেই। একই এলাকায় ৩.২০ মিনিটে এনজিও বেইস পরিচালিত বাদশার বাড়ি নামক কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, কোনো শিক্ষার্থী নেই।

বিকেল ৪টার দিকে তারাকান্দা এলাকার এনজিও স্যাডো পরিচালিত আরেকটি শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ওইদিনের উপস্থিতির খাতায় দেখা যায় মোট ২১ জনকে উপস্থিত দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র শিক্ষিকা জিকরিয়া আক্তার জানান, ভুলে এমনটি হয়েছে।

টাঙ্গাইল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত জালাল উদ্দীনের বাড়ি নামক একটি শিক্ষা কেন্দ্রে সোয়া ৪টায় গিয়ে দেখা যায় কেউ নেই। কেন্দ্র শিক্ষিকা নার্গিস জানান ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ওইদিন ৯ জানুয়ারি হলেও উপস্থিতির খাতায় ১০ জানুয়ারি তারিখের ঘরেও উপস্থিতির চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র শিক্ষিকা কোনো জবাব দিতে পারেন নি।

বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কেন্দ্রগুলোর খাতাপত্রে দেখা যায়, প্রতিদিনই মোট ৩০ জনের মাঝে গড়ে প্রায় ২৫ জনকে উপস্থিত দেখানো হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত দুই দিন একাধিক কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে কোনো কেন্দ্রেই ১০ জনের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল না এমনকি অনেক কেন্দ্র বন্ধ ছিল।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপে জানা গেছে, তাদের যে কলম দেওয়া হয়েছে তা খুবই নিম্নমানের। এ কলম ভেঙে যাওয়ায় প্রায় সকলেই নিজের টাকায় কলম কিনেছেন।

এদিকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপে জানা গেছে, গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক দুর্নীতি সম্ভব বলেই অনেক এনজিও এ কাজ পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা-তদবির করে। এরা অনেক সময় শিক্ষক-সুপারভাইজারদের কাছ থেকেও টাকা কেটে রাখে। অভাবের কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সুপারভাইজাররাও তা মেনে নেয়।

গণশিক্ষা কার্যক্রমে অনিয়ম সম্পর্কে জানতে চাইলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ময়মনসিংহ জেলা কো-অর্ডিনেটর ফেরদৌস আরা বেগম জানান, তিনি এসব অনিয়ম তদন্ত করে দেখবেন।